চট্টগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

অনেক সমস্যা জর্জরিত আমাদের এই দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো এদেশের দূর্বল মানবসম্পদ আর তার পিছনের দূর্বল শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা নানা বিচিত্র চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা। দেশের আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার পিছনে অতীতের সমাজ জীবন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নানভাবে গভীর ছাপ ফেলেছে। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার সমকালীন নানা সমস্যার শিকড় খুঁজতে হলে অথবা সে সবের সমাধান পেতে হলে এই ঐতিহ্যের বিবেচনাকে বাদ দিয়ে তা করা হবে দুঃসাধ্য।

চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালেচনায় দেখা যায়, খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকেও চট্টগ্রামে সামুদ্রিক বন্দর ছিল। যার ফলে এদেশে যত বহিরাগত জনগোষ্ঠীর আগমন হয়েছে তারা প্রায় সবাই এই অঞ্চলে এসেছে এবং তাদের সবার চিন্তা ধারার প্রতিফলন চট্টগ্রামে দেখা যায়। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে বৃটিশ শাসন আমলে মিশনারীর মাধ্যমে। ১৮৪১ সালে সেন্ট প্লাসিড্স হাই স্কুল চট্টগ্রামের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শাসন ব্যবস্থায় সরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হলেও শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্ধ করা হতে থাকে নাম মাত্র , ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), যা পরবর্তীতে সরকারী করন করা হয়। এ ছাড়া ও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে মাধ্যমিক শিক্ষা বেশ কিছু প্রসার ঘটে যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়, কলেজিয়েট স্কুল, মিউনিসুপাল্টি হাই স্কুলের মত প্রতিষ্ঠান । বৃটিশ শাসনামল ও তৎপূর্ববতী শাসনামলে মুসলমানরা মূলত ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। এই অবস্থায় ১৮৭৪ সালে মুসলিম জনগোষ্ঠির শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজ, যা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩০ সালে মাস্টার দা সূর্যসেন যখন বৃটিশদের অস্ত্রাগার আক্রমন করেন, তার পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রাদেয়র উপর তৎকালীন চট্টগ্রামের একমাত্র কলেজে ভর্তি ও নতুন কলেজ স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। যার ফলে, সাধারন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহন চরম ভাবে ব্যাহত হয়। এই নিষেধাজ্ঞা ইংরেজ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন মুক্তি ও পাকিস্তানের সৃষ্টির পর শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার করাচীতে ১৯৪৭ সালে ২৭ নভেম্বর পাঁচ দিনব্যাপী এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করে। নতুন এলিট সৃষ্টির গলাভরা ঘোষণা দিয়ে (To create an elite that will determine the quality of a new civilization) এই সম্মেলন শুরু হয় তাতে স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ভাবে উর্দু পড়াবার এবং স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অবিলম্বে ৬-১১ বছর বয়স্ক সব ছেলেমেয়ের জন্য সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর তৎকালীন "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূণর্গঠন কমিটি " একটি রির্পোট পেশ করে। এই কমিটিও শুধুমাত্র উর্দূ শিক্ষা ব্যতীত অন্য সকল সিদ্ধান্তে পূর্ববতী কমিটির গৃহিত পদক্ষের সাথে একাত্বতা ঘোষনা করে।

এদেশে বোর্ডভিত্তিক শিক্ষা পরিচালনা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন আমলেই। বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয় ঢাকায় ১৯২১ সালে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ক্রমাগত বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬২-৬৩ সালে চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে আরও তিনটি নতুন শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা

হয় । বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ছিল মূলতঃ ঢাকা ও পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রীক। অব্যাহত শিক্ষার প্রসার ও ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা মেটাতে ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রামে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল কলেজ সমূহকে কিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভূক্ত করা হয় এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান বিশ্ববিদ্যালয় এর কাছ থেকে সরিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। যার ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, যা আগে উচ্চ শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হত তা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তভূক্ত হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয় । যদিও তা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে গুণতাত্ত্বিক পরিবর্তনের চেয়েও সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তমন হয়েছে ব্যাপক হারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ (সাত) কোটি , যা ২.৫ শর্তাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দ্বিগুন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়) সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১.৫ শর্তাংশের মত। যার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার বিকাশ ঘটেছে।

১) চট্টগ্রাম জেলার সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
১	কিন্ডারগার্টেন	৯১	৭৭০	১২৫৪১
২	প্রাইমারী স্কুল	১৮৬৬	৯৫৬২	৮১৮০৭৬
৩	জুনিয়র স্কুল	৩০	২৪৫	৬৮৩৬
৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৭৩	৬০২০	২৩৪২৩৩
৫	কলেজ	৭৪	১৭৫২	৭৪৮২১
৬	বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪৩০	১১৭৮০
৭	শিক্ষক প্রশিক্ষন	৪	৫৬	৫৬৫
৮	শারীরিক শিক্ষা	-	-	-
৯	হেলিও মেডিকেল কলেজ	৩	২৩	৭৩২
১০	ইউনানী ইনস্টিটিউট	১	৮	১৪৫
১১	পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট	২	৬৬	৮২৮
১২	ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	১২	৭১	১৫০৬
১৩	প্রতিবন্ধী স্কুল	২	১০	১৫০
১৪	গণশিক্ষা কেন্দ্র	৫২৭	৭৩৬	১৫৯৫১
১৫	এব্তেদায়ি মাদ্রাসা	৩৭২	১০৪০	৪৭৮০৩
১৬	দাখিল মাদ্রাসা	৭৮	৮৩৩	২১৫৮৪
১৭	আলিয়া মাদ্রাসা	৩৫	৫৩৫	১৩৬৩৪
১৮	ফাজিল মাদ্রাসা	৪৯	৯০১	২৪১৭৭

১৯	কামিল মাদ্রাসা	১০	১৬৯	৩৮৭০
২০	ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	৩৩৫৫	৩৯৪৮	২০৩৪৮২
২১	হাফিজিয়া মাদ্রাসা	১০৫	৪৪১	৭৯৪৫
২২	কওমী মাদ্রাসা	৬৪	৮০৬	২৫১২৫
২৩	টোল কলেজ	১১	১৯	৭৬২
২৪	পালি কলেজ	১৬	৩৮	৬২০
২৫	বালিকা বিদ্যালয় / কলেজ	১০৩	১২৪৯	৩৭৬৮৮

তথ্যসূত্র: **Bangladesh Bureau of Statistics, Chittagong District: www.bbsgov.org**

জ্ঞানের জগতে আর মানুষের সমাজে আজ যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেখানে শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সব মানুষের শিক্ষার চাহিদা পুরাপুরি মিটাতে পারছে না। সমাজবিজ্ঞানী অগবান যাকে সমাজিক পশ্চাতপদতা (Cultural Lag) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধি-বধ্যতার বাহিরে নানা বয়সের ও নানা স্তরের শিক্ষার্থিদের চাহিদা ও বাস্তবতার সংগে সামঞ্জস্য রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন করা হচ্ছে। মূলত: নিদিষ্ট বয়সের যারা নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগে যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও ঝরে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্যই উপাঅনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আমাদের দেশে বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বয়স অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়,

ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (৬-১০ বছর বয়স পর্যন্ত)
খ. উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা (১১-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত)
গ. উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত)

মৌলিক শিক্ষা লাভের পর অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখতে হলে বা তাকে আরো বিকশিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অব্যাহত শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কোন ব্যক্তি যদি শিক্ষা চর্চা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে সে তার অর্জিত শিক্ষা ভুলে যাবে। তাই এই বাস্তবতার থেকে অব্যাহত শিক্ষার ধারণা স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন আজ ব্যাপকভাবে উপলুব্ধ হচ্ছে। তাছাড়া শ্রম অর্থনৈতিক তত্ত্বে দেখা যায়, Human Capital Investment (মানব সম্পদ বিনিয়োগ) হ্রাস পায় যদি তার Return কম হয়। আর তাই Return বাড়াতে হলে চাই শিক্ষিত মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষার প্রসার। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৮০ সালে উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা অল্প দিনে বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৮৭ সালে প্রকল্প আকারে গণশিক্ষা এবং পরবর্তিতে নাম পাল্টে সম্বনিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে একধরনের কর্মসূচী চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছুটা সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এবং কিছুটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নামে প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষা কায়ক্রম চালু করা হয়। শুধু শিশুদের হিসাবটিকে যদি নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে দেশে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় যত ছেলে মেয়ে পড়ছে, তার এক দশমাংশ পড়ছে বিভিন্ন বেসকরকারী সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় ১৯৬ টি বেসরকারী সংস্থা কার্যরত আছে। যার মধ্যে জেলার ৪টি থানায় ২৮টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই জেলায় মোট ১৫৭৫ টি কেন্দ্রের প্রায় ৪৫৯৮২ জন শিক্ষার্থ রয়েছে। যার মধ্যে ১৭৬২০ জন পুরুষ ও ২৮৩৬২ মহিলা শিক্ষার্থী ।

চট্টগ্রাম জেলায় পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম:

মোট থানা	মোট সংস্থা	মোট কেন্দ্র	পুরুষ	মহিলা	মোট শিক্ষার্থী
৪টি	২৮টি	১৫৭৫টি	১৭,৬২০জন	২৮,৩৬২জন	৪৫,৯৮২জন

চট্টগ্রাম জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত:

প্রাথমিক			মাধ্যমিক		
প্রতি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা	প্রতি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অনুপাত	প্রতি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা	প্রতি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অনুপাত
৫	৩৬৯	১:৭৪	১৩	৫৪১	১:৪১

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর থেকে ঝরে পড়ার হার খুব বেশী। তাই আগামী বহুদিন পর্যন্ত নতুন নতুন নিরক্ষর মানুষ তৈরী হওয়ার সম্ভানার ব্যাপক। যার ফল স্বরুপ উপানুষ্ঠানিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রয়োজন বাড়বে বই কমবে না। আর তাই নিম্নোক্ত সুপারিশ মালা পেশ করা হলো:

১. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে, সরকারের পক্ষ থেকে আরো ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন।

২. বেসরকারী সংস্থা সমূহের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্য্রক্রমের অবধারিত কর্মসূচী থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর পাঠ পদ্ধতির উন্নয়ন করা জরুরী।

৪. সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরোও শক্তিশালী করার লক্ষে, মনিটরিং সিস্টেমের উন্নয়ন সাধন বাঞ্ছনীয়।

৫. উপানষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান ও এর রাষ্ট্রীয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত সমমাপের গ্রহন যোগ্যতা নির্ধারন।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, চট্টগ্রাম, ২২/০৪/২০০৮

তথ্যসূত্র:

- Bangladesh Bureau of Statistics, Chittagong District: www.bbsgov.org
- Statistical Year Book – 2000
- Statistical Profile of Chittagong
- চট্টগ্রামের ইতিহাস-ড. আহমদ শরীফ
- আমাদের শিক্ষা কোন পথে - ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী
- শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা - ড. আলী আসগর
- শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী
- অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা - মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ শাওকাত ফারুক
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর , চট্টগ্রাম।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর , চট্টগ্রাম।